এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মে ২০১১

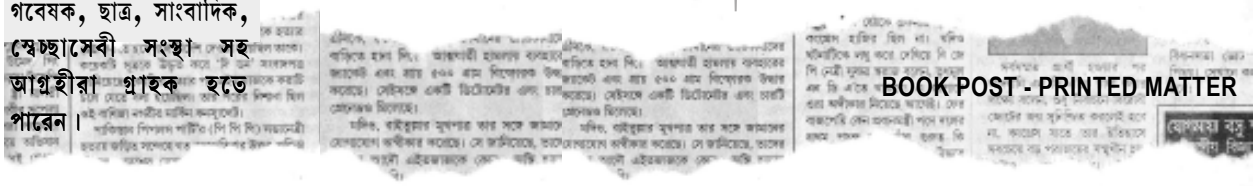

গঁঙ্গা

১৬/৩৪০

উত্তরাখন্ডে গঙ্গায় তেজস্ক্রিয় চল্লিশ রকম ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে উত্তরাখন্ডের গঙ্গার ৪৪০ কিলোমিটার প্রবাহপথে। সন্ধান করেছেন দেরাদুনের ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ ও হেমবতী নন্দন বহুগুণা গাড়োয়াল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। এই ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির মধ্যে আছে ইকোলি। ইকোলি ব্যাকটেরিয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। উত্তরাখন্ডে গঙ্গাপারে বসতি ও শিল্প গড়ে ওঠাই এর কারণ। খবর দিচ্ছে ডাউন টু আর্থ।

হিরোশিমা পেরিয়ে

১৬/৩৪১

জাপানের বিধ্বস্ত ফুকুশিমা দাই ইচি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তেজস্ক্রিয়তা ছড়াচ্ছে। জাপান থেকে দুধ ও আনাজপাতি আমদানি বন্ধ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চিন দেশে আসা জাপানি জিনিসের ওপর নজর রাখছে। ভারতে আসা জাপানি গাড়ি ও প্ল্যাস্টিক মোড়া ইলেকট্রনিক দ্রব্য নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। খবর দিচ্ছে ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

শঠে শাঠ্যং

১৬/৩৪২

রাজ্যে রাজ্যে সরকারি গাফিলতিতে জলাভূমি অসাধু উদ্যোগপতির কব্জায় যাচ্ছে। মন্ত্রী জয়রাম রমেশ জলাভূমি রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'জলাভূমি রক্ষা আইন' রাজ্যগুলি ঠিকমতো কার্যকারী করছে না। ডব্লুডব্লুএফ ও অন্য কয়েকটি সংগঠনের দেওয়া তথ্য দিয়ে, দেশের সব জলাভূমির তালিকা তৈরি করে রাজ্যে রাজ্যে পাঠানো হবে। রাজ্যগুলিকে দু-মাসের মধ্যে তার জবাব পাঠাতে হবে। খবর দিল গ্রিন ফাইল, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

ঘাট হয়েছে!

১৬/৩৪৩

সরকারি প্রতিবেদনে জীব বৈচিত্রের বিপন্নতার কথা। প্রতিবেদন বানিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্টস অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন কমিটি। প্রতিবেদনটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ঘিরে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা জীব বৈচিত্র সম্ভারে বেশ স্বতন্ত্র। এই পাহাড়ে মুনাফা-উদ্যোগে সরকার অনুমতি দিয়েছে। পাহাড় ভাঙার কান ফাটানো শব্দ শোনা যাচ্ছে ২০ কিলোমিটার দূর থেকেও। তার সঙ্গে জেনারেটরের শব্দ। শব্দে ভেঙে যাচ্ছে পশুপাখির স্বাভাবিক জীবনছন্দ। পাথর ফাটিয়ে বানানো হচ্ছে সুড়ঙ্গ। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সাবাড় করছে ঘন বনস্থলী। এইসব তথ্য রয়েছে প্রতিবেদনে। খবর দিল গ্রিন ফাইল, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

ভুলিনি ভুলব না

১৬/৩৪৪

দেশের পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনে দুই নারীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এই দুই নারী অমৃতা দেবী ও গৌরী দেবী। অমৃতা দেবী লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, রাজস্থানে যোধপুর মহারাজার গ্রাস থেকে খেজরি গাছ বাঁচাতে গিয়ে। আর গৌরী দেবী গাছ বাঁচাতে,

উত্তরাখন্ডে জন্ম দিয়েছেন চিপকো আন্দোলনের। এই দুই নারীর স্মরণে দুই 'স্মারক সম্মান' এবার থেকে দেওয়া হবে। এমন ঠিক করেছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রক। খবর দিচ্ছে ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

দুধকলা দিয়ে... ১৬/৩৪৫

দেশের এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা পণ্য-বিষ ও দূষণ-অনুঘটক পদার্থের এক তালিকা বানিয়েছে। এই বানানোর কাজ চলছে গত ৩ বছর ধরে। এখন অব্দি এই তালিকায় বিষ-বস্তুর সংখ্যা ৫০। যার মধ্যে চামড়ার জৌলুস ফেরাবার ক্রিম-লোশনের অ্যালুমিনিয়াম, জলের বোতল বানানোর বিসফেনল, ময়শ্চারাইজিং ক্রিম বা মেঝে পালিশের টলুইন ইত্যাদি আছে। অ্যালুমিনিয়াম, বিসফেনল, টলুইন সবই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। খবর দিল টেরা গ্রিন, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

... চক্ষু চড়কগাছ ১৬/৩৪৬

এ বছর দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম সম্মেলনে পৃথিবীর প্রধান সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য মূল্যায়ন হয়। সম্ভাবনা ও প্রভাবের নিরিখে জলবায়ু বদল প্রথম ঝুঁকি, আর্থিক বৈষম্য তৃতীয় ঝুঁকি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় পঞ্চম, ভূ-রাজনৈতিক বিবাদ সপ্তম এবং বন্যা ও জলাভাবকে নবম ও দশম ঝুঁকি বলা হয়েছে। এইসব খবর দিল ডাউন টু আর্থ, ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

হুঁশিয়ার! ১৬/৩৪৭

উষ্ণায়নের দরুন আগামীদিনে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূল ভাসবে। কোটি কোটি বাংলাদেশী পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আশ্রয়প্রার্থী হবে। এমন কথা শোনা গেল অসমে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায়। আলোচনাসভার বিষয় ছিল 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন অসম দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড'। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

জয় জগন্নাথ ১৬/৩৪৮

চিলকার চিংড়ি-কাঁকড়া-মাছ বিষমুক্ত। খাদ্যশৃঙ্খলের একেবারে ওপরে থাকে মাছ। ফলে মাছের দেহে জৈবিক পদার্থ, ভারী ধাতু, কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ঢোকার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু চিলকায় তা হয়নি। চিলকার খাঁটি মাছ চিলকাকেও বিষমুক্ত প্রমাণ করে। এই সমীক্ষা করেছেন অজিতকুমার পট্টনায়ক। শ্রী পট্টনায়ক সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ও চিলকা উন্নয়ন পর্ষদের চিফ একজিকিউটিভ। এইসব খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

শনিঠাকুর বলছি — ১৬/৩৪৯

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেন্টার ফর রিসার্চ অন দি এপিডেমিয়োলজি অফ ডিজাস্টার্স-এর রিপোর্ট বলছে, গত দশকের ভেতর ২০১০ ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভয়ংকরতম। এই দশকে বিপর্যয়ের সংখ্যা ৩৭০-এর অধিক। প্রাণ দিয়েছে ৩ লক্ষ। দুর্দশায় পড়েছে আরো ২০ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০,৯০০ কোটি ডলার। চিনে ঘটেছে ২২টি বিপর্যয়। সংখ্যায় যা সব থেকে বেশি। ভারতে এই বিপর্যয়ের সংখ্যা ১৬টি। খবর দিল টেরা গ্রিন, মার্চ ২০১১।

আগেও হয়েছে ১৬/৩৫০

৪৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বড় গণ-জীব বিলুপ্তি ঘটেছিল। এই বিলুপ্তির নাম 'লেট ওর্ডোভিসান মাস এক্সটিঙ্কশন'। এর ফলে লোপাট হয়েছিল ৭৫ শতাংশের বেশি সামুদ্রিক প্রজাতি। এমন কেন হয়েছিল তা জানা গেছে সম্প্রতি। জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র গবেষকরা। গবেষকরা বলেছে, জলবায়ু বদলই এর জন্য দায়ী। গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রস্তরের তাপমাত্রা তখন ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছিল। ১৫ কোটি ঘন কিলোমিটার এলাকা ঢাকা পড়েছিল বরফের চাদরে। এমন বিরুদ্ধ-আবহাওয়াই এই বিপুল-প্রজাতি ধ্বংসের কারণ। খবর দিল টেরা গ্রিন, মার্চ ২০১১।

ENDওসালফান ১৬/৩৫১

কেরলে এনডোসালফান বিরোধী জমায়েত। জমায়েত তিন জায়গায়। কাসারগড়, কানহাগড় ও কোজিকোড়ে। কাসারগড়ে করেছে পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মীরা। কানহাগড়ে করেছে কংগ্রেস ছাত্রসভা, মহিলা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস। কোজিকোড়ে

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

করেছে পরিবেশ-কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীরা। কাসারগড়ে বিক্ষোভ-যাত্রার সূচনা করেছে সিপিআইএম সাংসদ পি করুণাকরণ। এইসব সমাবেশে কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বনমন্ত্রীরও অংশগ্রহণ ছিল। খবর দিচ্ছে, নিউজ কেরালা ডট কম, ২৫ এপ্রিল ২০১১।

গ্রিন হার্টিয়েস্ট

১৬/৩৫২

দেশের উত্তর-পূর্বে জঙ্গল রক্ষার কাজে তুরন্ত গতি। কাজ করছে এক সংগঠন। সংগঠনের নাম দ্য 'গ্রিন হার্ট নেচার ক্লাব'। এই সংগঠন ওখানে বন্যপ্রাণ-সুমারি করেছে, আর্থ-সমাজিক সমীক্ষা করেছে, অরণ্য নিয়ে প্রচার করছে আর আয়োজন করছে শিক্ষাশিবিরের। গ্রিন হার্ট জঙ্গল-বন্যপ্রাণ ও বনবাসীকে বাঁচাবে ঠিক করেছে। এরা যুব প্রজন্মকে সেসব শেখাতে চাইছে। এর মধ্যেই বিপন্ন সোনালি লেঙুর বাঁচানো নিয়ে এই সংগঠন জীবনপণ করেছে। এইসব খবর দিল স্যাঙ্কচুয়ারি এশিয়া, এপ্রিল ২০১১।

রাজস্থানে সূর্যোদয়

১৬/৩৫৩

তিলোনিয়ায় সৌর বিজলীর ব্যবহারে সাফল্য। তিলোনিয়া রাজস্থানে। এই সফলতার পেছনে একটা সংগঠন। সংগঠনের নাম তিলোনিয়া বেয়ারফুট কলেজ। এখানে নৈশ পাঠশালায় সূর্য-লন্ঠন জ্বলে। সূর্য-লন্ঠন জ্বলে হাসপাতালেও। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয় এই আলোতে। সৌর-ব্যবস্থা দেখভাল ও মেরামতির জন্য এখানে কারিগর আছে। কারিগররা রীতিমতো প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে কারিগররা এই পটুতা নিয়ে দেশ পেরিয়েছে। সৌর আলো জ্বালিয়েছে লাদাখের কোণে, বারমারে, সিকিমে, ভুটানে, আফগানিস্তানে ও আফ্রিকার পনেরোটি দেশে। এইসব খবর পেলাম এপ্রিল ২০১১-র সিভিল সোসাইটি পত্রে।

উত্তরাকাণ্ড

১৬/৩৫৪

উত্তরাখন্ডে 'বনাধিকার আইন' কার্যকারী হয়নি। বনাধিকার আইন নিয়ে ওখানে কেউ খুব একটা কিছু জানে না। তাই ওখানে এই আইন নিয়ে দু-দিনের এক কর্মশিবির হল। কর্মশিবির করল 'বন পঞ্চায়েত সংঘর্ষ মোর্চা'। এই মোর্চা নানা প্রান্তবাসী সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভা। কর্মশিবিরে পরিবেশবিদ আশিস কোঠারি, অধিকার-কর্মী ও বন গবেষক মধু সরিন থেকে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মটবির সিং কান্ডারি সবাই ছিলেন। কর্মশিবিরে ঠিক হয়েছে, ব্লক ও জেলাস্তরে এই আইন নিয়ে প্রচার করতে জনশুনানি হবে, পোস্টার বানানো হবে, লিফলেট ছড়ানো হবে। খবর দিল সিভিল সোসাইটি পত্র, এপ্রিল ২০১১।

এরকম হয় ?

১৬/৩৫৫

তামিলনাড়ুর হোসুরের সোলেপুরমে জলাভাব। সোলেপুরমে বৃষ্টি অনিয়মিত। সোলেপুরমে তাই চাষে সংকট হয়েছিল। এখন আর সংকট নেই। কারণ জল পাওয়া গেছে। জল পাওয়া গেছে জনবিভাজিকা বানিয়ে। জলবিভাজিকা দিয়ে ভূগর্ভ জলস্তর বাড়ানো হয়েছে। জলস্তর ২০-৩০ ফুটও বেড়েছে। কাজটা করছে সোলেপুরমের সারংপল্লি সার্ভিসেস ট্রাস্ট। সাহায্য করছে নাবার্ড ও স্থানীয় পঞ্চায়েত। খবরটা আছে সিভিল সোসাইটি পত্রের এপ্রিল ২০১১ সংখ্যা।

সং গ্রাম

১৬/৩৫৬

দূষিত জলাশয় বাঁচল গ্রামবাসীদের চেষ্টায়। এই ঘটনা গোয়ার পানাজির। পানাজির এই জলাশয়ে দমকে দমকে মাছ মরছিল। ঘটনাটা লক্ষ্য করে গ্রামবাসীরা। তারা স্থানীয় সরকারি দফতরে স্মারকলিপি দেয়। সরকার নজর দেয় কাজে। দেখা যায় এর একটা কারণ বর্জ্য। তাই বর্জ্য ফেলা নিয়ে সরকার নিষেধনামা তৈরি করে। গলদ ছিল স্লুইস গেটেও। এখন জলাশয়টি আগের তুলনায় বিষমুক্ত অনেকটা। খবর দিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২০১১।

হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা ...

১৬/৩৫৭

ভারতে আসা পরিযায়ী সাইবেরিও সারস ও ঘরিয়াল বিপন্ন তালিকায় এল। এই তালিকা আইইউসিএন-এর। রাজস্থানে ভরতপুরের কিয়োলাডো ন্যাশনাল পার্ক থেকে সাইবেরিও সারস উধাও। তেমনিই রাজস্থানের নদী থেকে উধাও ঘরিয়াল। এর কারণ নাকি জলে জমা কীটনাশক। খবরটা আছে সিন্ডিকেশন সাইট।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

খাঁটি কথা ১৬/৩৫৮

দিল্লি সরকার 'ভেজাল আইন ২০০৬' কার্যকারী করতে উদ্যোগী। এবার এই আইন না মানলে জরিমানা বা যাবজ্জীবন কারাবাস ! দিল্লির খাবার কারখানা ও খাবার দোকান সবাইকে সরকার লাইসেন্স নিতে বলেছে। লাইসেন্স ছাড়া খাবার উৎপাদন-বিক্রি চলবে না। ভেজাল নিয়ে এই আইনে নির্দিষ্ট বিভাগের তরফে কড়া টহলদারিও চলবে। খবর দিল ১৩ মে ২০১১-র দ্য হিন্দু।

মিল্কিবারাবাড়ি ! ! ১৬/৩৫৯

নেসলের কোম্পানির মিল্কিবারে নাকি রবার আছে। একথা নেসলেই বলছে। নেসলে বলছে, ও কোনো ব্যাপার না। এটা নাকি ঘটেছে একবারই। তাই ওই মিল্কিবার বাজার থেকে তুলে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নেসলে বলেছে, ছোটদের খাবারে কি এসব করা যায় ?

জাহাজের খবর ১৬/৩৬০

ক্যান্সার রোধে আদা। ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে কোষের বৃদ্ধি আদা খেলে কমে। আবার ক্যান্সার চিকিৎসার সময় বমিভাবও কমিয়ে দেয় আদা। দুই ক্ষেত্রেই আদা নিতে হবে কম পরিমাণে। পরিমাণে কম আদাই ক্যান্সারে ভালো ফল দেয়। আমেরিকান সোসাইটি অফ ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি ও রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এসব কথা বলছেন। খবরটা দিয়েছে রয়টার্স। খবরটা আছে চাইনিজ মেডিসিন নিউজ সাইটে।

নট নড়নচড়ন ১৬/৩৬১

কোনোভাবেই বিটি বেগুন নয়। জোর গলায় এখনো বলছেন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। বলছেন, বিটি বেগুন চাষের নিষেধ যেমন আছে, তেমনই থাকবে। ১৬ সদস্যের জিইএসি নাকি ভেবেচিন্তে—অল্পস্বল্প বিটি বেগুন চাষ করতে বলেছে। যার ইংরেজি পোশাকি নাম 'লিমিটেড রিলিজ'। মন্ত্রী বলেছেন ওইসব 'লিমিটেড রিলিজ' চলবে না, বিটি বেগুন চাষ করা যাবে না। জিইএসি-র ড. পুষ্পা ভার্গব যদিও বলেছেন 'লিমিটেড রিলিজ' কথাটি কেবল কমিটির অভিমত মাত্র, নির্দেশ নয়। খবরটা পাচ্ছি মে ২০১১-র জিএমও ফ্রি ইউরোপ নিউজ সাইটে।

বৈচিত্র ও সমন্বয় দুটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। সবুজ বিপ্লবের দৌলতে রাসায়নিক চাষ ব্যবস্থা এই বৈচিত্রকে ধ্বংস করেছে। হারিয়ে গেছে সমন্বয়ের ভাবনা। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে সার্ভিস সেন্টার সুস্থায়ী কৃষি ও সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামের চাষিরা সুসমন্বিত খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বহু প্রশ্ন উঠেছে এবং উঠছে। যেমন, এইটুকু জমি থেকে কি একটা গোটা পরিবারের সারাবছরের পুষ্টির সংস্থান করা সম্ভব ? বাইরের সাহায্য ছাড়া এই ধরনের খামারগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় কি ? এতে চাষির যদি সত্যিই লাভ হয়, তাহলে আশপাশের সব চাষিরা এই চাষব্যবস্থা প্রবর্তনে এগিয়ে আসছেন না কেন ? পূর্ব মেদিনীপুরের ৫ জন চাষির সুসমন্বিত খামারের গল্প নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে এইসব প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য। প্রশ্নগুলি যদি আপনাদেরও পীড়িত করে তাহলে একবার দেখতেই হবে **'পাল্টে গেল জীবনজমিন'**। আর, আমাদের মতো যারা গ্রামে গ্রামে সুস্থায়ী কৃষির প্রবর্তনের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষণে বা প্রচারে ছবিটি দেখিয়ে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। মূল্য ৬০ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা :

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু